শিক্ষা ক্যাডারের বঞ্চনা সুবিবেচনা পাবে?

মো. মোস্তাফিজার রহমান

মো. মোস্তাফিজার রহমান

প্রকাশ: ১০ আগস্ট ২০২৫ | ০০:৩৬ | আপডেট: ১০ আগস্ট ২০২৫ | ০০:৩৬

- অ +

অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসন ক্যাডার ছাড়াও অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বঞ্চনা নিরসনের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সে বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরপর তিনটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকান্তরে জানা যায়, ইতোমধ্যে প্রশাসন ক্যাডারের বঞ্চিত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে এবং কেউ কেউ মরণোত্তর পদোন্নতিও পেয়েছেন। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা

যায়, ২০০৯ থেকে ৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রশাসন ক্যাডার ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্যাডারের চাকরিতে বঞ্চনার শিকার এবং উল্লিখিত সময়ে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদের আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ দেওয়ার জন্য সরকার কমিটি গঠন করেছে। ক্যাডারগুলোর তৃতীয় গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি বঞ্চিত হয়ে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা এ কমিটির মাধ্যমে প্রতিকার পেতে চান, তাদের নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করে শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্যাডারের বঞ্চিত কর্মকর্তাদের হতাশ হতে হয়; কারণ এ বিষয়ে সরকার নীরব থাকে।

তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনে আবার আশার আলো দেখা যায়। ওই প্রজ্ঞাপনে কর্মকর্তাদের বঞ্চনা নিরসনকল্পে সুপারিশ দেওয়ার জন্য কমিটি গঠন করা হয়।

বিস্ময়করভাবে ১২ ডিসেম্বরের মূল প্রজ্ঞাপনের সঙ্গে সর্বশেষ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের ভাষার কিছুটা গরমিল পরিলক্ষিত হয়। প্রথম প্রজ্ঞাপনে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্যাডারের তৃতীয় গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি বঞ্চিত হয়ে অবসরে যাওয়া প্রতিকারপ্রত্যাশী সব কর্মকর্তার কথা বলা হলেও ২৫ মে ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার ব্যতীত অন্য যেসব ক্যাডারে তৃতীয় গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদ রয়েছে, সেসব ক্যাডারের বঞ্চিত কর্মকর্তাদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। আবার ওই বিজ্ঞপ্তিতে আগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যারা আবেদন করেছেন, তাদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই মর্মে জানানো হয়েছে। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তির ভাষা প্রথম বিজ্ঞপ্তির স্বার্থে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় তা সচেতন বিবেকবানদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। মনে হতে পারে তা আবেদনকারী শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের তৃতীয় ও তদূর্ধ্ব গ্রেড না পাওয়ায় বঞ্চনার বিষয়টিকে সুকৌশলে উপেক্ষা করার অপচেষ্টা হতে পারে বা তা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়তে পারে।

ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সময়ে প্রশাসন, পুলিশ, জুডিশিয়াল ক্যাডারসহ অন্য অনেক ক্যাডারের পদোন্নতির সর্বোচ্চ ধাপ এক নাম্বার গ্রেডে উন্নীত করা হলেও শিক্ষা ক্যাডারের প্রফেসরদের পদোন্নতির সর্বোচ্চ ধাপ সিলেকশন গ্রেড হিসেবে তৃতীয় গ্রেড পাওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয়; অর্থাৎ ২০১৫ সালের পে স্কেলে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ পদোন্নতির ধাপ তৃতীয় গ্রেড পাওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয় এবং চতুর্থ গ্রেড নিয়েই তাদের চাকরি থেকে অবসরে যেতে হয়। আবার ২০১৭ সালের এক প্রজ্ঞাপনে নতুন পে স্কেল বাস্তবায়নের প্রাক্কালে কিছু কর্মকর্তাকে সর্বশেষ তৃতীয় গ্রেড দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে সিলেকশন গ্রেড হিসেবে তৃতীয় গ্রেড পাওয়ার সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রফেসরদের অনেকেরই চতুর্থ গ্রেড কর্মজীবনের সর্বোচ্চ ঠিকানা হয়। নির্মম বাস্তবতা হলো, শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের ছাত্ররা প্রশাসন, পুলিশ ও জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা হয়ে এক নম্বর গ্রেড পেলেও শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক কর্মকর্তাদের (প্রফেসরদের) পদোন্নতির সর্বোচ্চ ধাপ চতুর্থ গ্রেড রয়ে গেল। ২০০৯ থেকে ৪ আগস্ট ২০২৪-এর মধ্যে তা ঘটল।

বর্তমান সরকার কি শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির ধাপ তিন ও দুই নম্বর গ্রেডে উন্নীত করার লক্ষ্যে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না? অথবা কমপক্ষে ২০১৭ সালের আদেশের মতো প্রফেসরদের আগের নিয়ম অনুযায়ী কি সিলেকশন গ্রেড হিসেবে তৃতীয় গ্রেড দেওয়া সমীচীন হয় না?

প্রসঙ্গত, শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের চাকরি কাঠামোতে ওপরে ওঠার সিঁড়ি অন্যদের তুলনায় সংকুচিত বা খাটো করে রাখা হয়েছে। এখানে যোগদানকালে প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ ধাপ অধ্যাপক পর্যন্ত মাত্র চারটি পদে তাদের উপবেশন করার জন্য আসন বিন্যস্ত করে রাখা হয়েছে। অথচ প্রশাসন, পুলিশ, জুডিশিয়াল সার্ভিসসহ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকাঠামোতে ওপরে ওঠার সিঁড়িটা এতটাই সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত করা হয়েছে, যেখানে অনেক ধাপ সংরক্ষণ করে কর্মকর্তাদের দ্রুত উপবেশন করার জন্য আসনগুলোকে চমৎকার ও আকর্ষণীয় করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। সেসব কারণে ওই পেশাগুলোতে মেধাবী তরুণদের আকর্ষণ বেড়েছে, পক্ষান্তরে শিক্ষা ক্যাডারের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মেধাবী তরুণরা দিন দিন আকর্ষণ হারাতে চলেছে।

নতুন পে স্কেল পাওয়ার আগে ও পরে শিক্ষক কর্মকর্তাদের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও এক নম্বর গ্রেড পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ক্ষমতাচ্যুত সরকার সুদীর্ঘকালে করেনি বিধায় অন্তর্বর্তী সরকারের ওই প্রজ্ঞাপন শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আশাবাদী করে তোলে। তারা অনেকে বঞ্চনার সুবিচার পাবেন এমন আশায় আবেদন করেছেন এবং জমাকৃত আবেদনের সংখ্যাও স্বল্প হতে পারে। শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আবেদন সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করে দুই বছর প্রফেসর পদে সন্তোষজনক চাকরির পূর্তিতে ব্যাচমেট ও জুনিয়রদের প্রদত্ত তারিখে আগের মতো সিলেকশন গ্রেড হিসেবে তৃতীয় গ্রেড দেওয়া হলে এবং তৃতীয় গ্রেড পাওয়ার পরবর্তী দুই বছর সন্তোষজনক চাকরি মেয়াদপূর্তিসহ শিক্ষা প্রশাসনে সফলতা ও দক্ষতার অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের সৃজনশীল বা সিনিয়র অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় গ্রেড দেওয়া হলে তা জাতির দুর্দিনের কাণ্ডারি অন্তর্বর্তী সরকারের ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ হিসেবে সমাদৃত হতে পারে। তা হতে পারে ক্যাডার বৈষম্য নিরসনে ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের সরকারের একটি দূরদর্শী ও বিচক্ষণ উদ্যোগ। সেটি করা না হলে বোঝা যাবে প্রশাসন ক্যাডার ব্যতিরেকে শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্যাডারের বঞ্চিত কর্মকর্তাদের কমিটির মাধ্যমে বৈষম্য নিরসনের প্রতিকার করার বিজ্ঞপ্তি কেবলই আইওয়াশ বা কথার কথা।

ড. মো. মোস্তাফিজার রহমান: সাবেক অধ্যক্ষ (অব.), নওগাঁ সরকারি কলেজ